সমকাল

তারিখ ... 6 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ...২...৩... কলাম ...৫......

সবার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করুন : প্রধানমন্ত্রী

■ সমকাল ডেস্ক

শিক্ষকতা পেশার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পাশাপাশি করণীয় নির্ধারণের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ পেশায় যোগ্য ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে নীতিগত উপায় উদ্ভাবন ও বিশেষ প্রণোদনার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। শিক্ষকতা পেশার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

সবার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ই-৯ভুক্ত দেশগুলোর উদ্যোগগুলোকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিক্ষাবিষয়ক এসডিজি-৪-এর মূল লক্ষ্য সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল রোববার 'এসডিজি-৪' লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর কৌশল নির্ধারণে ই-৯ মন্ত্রী পর্যায়ের একাদশ সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। তিনি ঢাকার হোটেল র‌্যাডিসন ব্লুতে তিন দিনের এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশে এবারই প্রথম ই-৯ সম্মেলন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে দুই বছরের জন্য ফোরমের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী সভাপতি হওয়ায় বক্তব্যের শুরুতেই তাকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। খবর বাসস, ইউএনবি, বিডিনিউজ ও বাংলানিউজের।

শেখ হাসিনা বলেন, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও সশস্ত্র সংঘাত বিশ্বের মানবাধিকার, শান্তি এবং স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। উদ্ভাবন, সমঝোতা ও দূরদর্শী নীতির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর এ বিষয় মাথায় রেখেই সরকার শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণের সংস্কার করছে। তিনি বলেন, সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও বর্তমানে এমন একটি বিশ্বে বসবাস করছি, যেখানে সবাই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে পারে। সমাজে সঠিক মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত গড়ে দিতেও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ই-৯-এর এ বৈঠক 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বের জন্য একটি টেকসই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ বৈঠক প্রয়োজনীয় সুযোগ চিহ্নিত ও কাজে লাগাতে সহায়তা করবে।

২০১০ সালে বাংলাদেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বেশ কিছু কৌশলগত নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি ছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গোষ্ঠী ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দ, সামাজিকভাবে অনগ্রসরদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যক্তি খাত ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার করা হয়েছে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত করতে বৃত্তি কর্মসূচির সম্প্রসারণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সর্বজনীনতা নিশ্চিত করার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে এবং ভর্তির হার বৃদ্ধি করতে এরই মধ্যে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, শিশুদের শৈশবে মাতৃভাষায় শেখার অধিকারের বিষয়টি মাথায় রেখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক বই প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এর ফলে ২০১৬ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার ৯৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং ঝরেপড়ার হার ২০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০১১ সালে ঝরেপড়ার হার ছিল ৪৭ শতাংশ। বছরের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণও এ সাফল্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষা সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কমায় ও তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, এখন মেয়েরাই বেশি স্কুলে যাচ্ছে। স্যানিটেশন, সুপেয় পানি, পরিচ্ছন্নতা ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ও শিখন ফলাফলের ওপর এর একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পাঠদান শিক্ষাকে সহজ করবে, শিক্ষার্থীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাবে এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা আমাদের কাছে জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতুন দেশের জন্য সর্বজনীন শিক্ষাসহ বেশ কিছু বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওই সব দূরদর্শী উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিখনের লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত। এসডিজি বাস্তবায়নে ই-৯ বৈঠক থেকে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী সুপারিশমালা আসবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। এর আগে ই-৯-এর নতুন সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ বক্তব্য দেন। এ ছাড়া পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মুহাম্মদ বালিঘ-উর-রহমান ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দশম বৈঠকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার।

পারস্পরিক যোগাযোগ ও তথ্যবিনিময়ের মাধ্যমে ইউনেস্কোর সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়া এবং দ্রুততার সঙ্গে সামষ্টিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৩ সালে ভারতের নয়াদিল্লিতে ই-৯ গঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ব্রাজিল, চীন, মিসর, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো ও নাইজেরিয়া এ ফোরামের সদস্য।